প্রথম আলো

তারিখ ... 17 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা অফিসে পাঠ্যবই নেই টাকা দিলে মেলে বাজারে

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম নগরের আন্দরকিল্লায় গত সোমবার গৃহবধূ রাবেয়া ফেরদৌস আসেন মেয়ে নওশিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যবই কিনতে। নওশিন এখনো বিদ্যালয় থেকে বই পায়নি। অথচ পাঠদান শুরু হয়েছে জানুয়ারিতে। রাবেয়া ভেবেছিলেন, কড়াকড়ির কারণে বই পেতে সমস্যা হবে। কিন্তু দেখলেন, প্রকাশ্যেই পাঠ্যবই বিক্রি হচ্ছে। এমনকি বইয়ে মূল্যও ছাপা রয়েছে। পরে তিনি একটি দোকান থেকে ২২০ টাকায় এক সেট বই কেনেন।

বই কেনার পর রাবেয়া বলেন, 'স্কুল বই দিতে পারছে না। অথচ এখানে তো বইয়ের অভাব নেই।' আসলেও তাই। আন্দরকিল্লার বইয়ের দোকানগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের অভাব নেই। চাইলেই পাওয়া যায়। 'বিক্রির জন্য নয়' এমন দেখাসংবলিত বইয়ের পাশাপাশি মূল্য উল্লেখ থাকা বইও বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলোতে। অথচ চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে কোনো বই নেই। ওই কার্যালয় থেকে বই না পাওয়া সহস্রাধিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ লাখ নতুন বইয়ের চাহিদা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু হওয়ার এক মাস পরও বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা বিপাকে পড়েছেন। অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে সন্তানকে বই কিনে দিচ্ছেন।

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চাহিদাপত্র অনুযায়ী বই এখনো না আসায় বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এখনো বই না পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোও রয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার সরকারি-বেসরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে বই বিতরণ শুরু হয়।

জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবার বিক্রির জন্য কোনো বই ছাপেনি। এর পরও বাজারে মূল্য উল্লেখ থাকা বই বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যে বিতরণের বইও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পুস্তক ব্যবসায়ী জানান, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় এবং এনসিটিবির নির্ধারিত বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কোনো ছাপাখানা থেকেই এসব বই বাজারে আসছে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেবেশ চন্দ্র সরকার বলেন, 'আন্দরকিল্লায় বই কীভাবে বা কোত্থেকে আসছে আমরাও জানি না। আমাদের কাছে কোনো বই নেই। আমরা কীভাবে বাজারে বই দেব? বিষয়টি পুলিশের দেখা উচিত।'

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির চট্টগ্রাম জেলার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'সরকারি বই ছাপার দায়িত্বে নিয়োজিত ছাপাখানা থেকে বই বাজারে আসছে। এটা আগে থেকে দেখা উচিত ছিল।'

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী ছাবের আহমেদ বলেন, 'আন্দরকিল্লায় পাঠ্যবই পাওয়া যাচ্ছে। স্কুল সরকার বই সরবরাহ করতে না পারার সুযোগটি কিছু কিছু গ্রন্থাগার নিয়েছে।'

আন্দরকিল্লার একজন পুস্তক বিক্রেতা বিনামূল্যের বইসহ দাম উল্লেখ থাকা বই বিক্রির কথা জানিয়ে বলেন, 'বিভিন্ন ছাপাখানার লোক এসে কিছু কিছু বই দিয়ে যায়। সেগুলো বিক্রি করি।'